



## 10160 - জনকৈ নারী পবিত্রতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসাতে আক্রান্ত

### প্রশ্ন

জনকৈ নারী পবিত্রতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসা এবং ওয়ু করার পর মলমুত্র রোধ করার অনুভূতি হওয়াতে আক্রান্ত। একবার তিনি অনুভব করছেন যে, কটে একজন তাকে কুরআনকে গালি দিতে ও আল্লাহকে গালি দিতে নরিদশে দিচ্ছে। তখন তিনি কঁদে ফেলেন। এই ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ও এর থেকে মুক্তির উপায় কভাবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অনকে মানুষ এ ধরণে ওয়াসওয়াসাতে (শুচিবায়ুতে) আক্রান্ত। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত্তা ইল্লা বলিলাহ্ (কোন সামর্থ্য নই, কোন শক্তি নই আল্লাহ ছাড়া)। ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিড়তি শয়তান থেকে অধিকহারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। বিশেষতঃ সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এর মাধ্যমে। কারণ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাগুলোর তুল্য কিছু নই: সূরা ফালাক্বের মধ্যে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কেননা শয়তান আল্লাহর সৃষ্টি। আর সূরা নাসের মধ্যেও।

এই ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিড়তি শয়তান থেকে বেশি বেশি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহর কাছে ধরনা দাও। ব্যক্তির অন্তরে যা উদতি হয় সটোর প্রতিভ্রুক্ষেপে না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প রাখা।

উদাহরণতঃ আপনি কি একবার ওয়ু করছেন, না দুইবার, না তিনবার শয়তানের সবে ওয়াসওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপে করবেন না। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, সে ওয়ু করনি কিংবা কোন অঙ্গ ধৌত করনি কিংবা নয়িত করনি; তবুও সে এর দিকে ভ্রুক্ষেপে করবে না। অনুরূপভাবে কটে যদি তার নামাযের মধ্যে অনুভব করে যে, সে তাকবীরে তাহরীমা বলেনি সে দিকে সে ভ্রুক্ষেপে করবে না। অনুরূপভাবে প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহকে গালি দাও কিংবা মুসহাফকে গালি দাও কিংবা অন্য কোন কুফরি; সে দিকে সে ভ্রুক্ষেপে করবে না। ভ্রুক্ষেপে না করায় তার কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে, তার মুখে সটে তার অনিচ্ছা সত্বেও উচ্চারিত হয়েছে; এতে করে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জবরদস্ততি কোনে তালাক্ব নই”। হাদিসটি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ ‘সুনান’ গ্রন্থে (২১৯৩) এবং আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (৬/২৭৬)। আলবানী ‘আল-ইরওয়া গ্রন্থে হাদিসটিকে (২০৪৭) হাসান বলছেন। যদি ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক্বই কার্যকর না হয় তাহলে এটি ক্ষমার হওয়ার আরও অধিক উপযুক্ত। কনিতু



ব্যক্তি এর থেকে মুখ ফরিয়ে নবিনে এবং একে গুরুত্ব দবিনে না।

এই নারী ও তার মত অন্য যবে সব নারী এই মুসবিতরে শকির তাদরে জন্য আমার উপদশে হলো: বশেি বশেি বতিড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। মহান সূরাদবয় (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) পড়া। দৃঢ় সংকল্প রাখা এবং এ সকল শয়তানী ওয়াসওয়াসার দকি ভ্রুক্ষপে না করা।

যদি শয়তান কারো অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে কথিবা এ জাতীয় কোন শয়তানী ওয়াসওয়াসা আরোপ করে এতে তার কছি যায় আসে না। কোননা সেই ব্যক্তি এই সন্দহেরে কারণে এই জন্য কষ্ট পাচ্ছে যবে, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে। যার ঈমান নহে সন্দহে হওয়া বা না-হওয়াতে তার কছি যায় আসে না। কনিতু এ সকল সন্দহে থেকে যবে ব্যক্তি কষ্ট পায় সে হলো মুমনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলছেন: “সটেি হচ্ছে সুস্পষ্ট ঈমান”।[সহি মুসলমি (১৩২)] অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরে কারো অন্তরে এ ধরণে যবে বিষয়গুলো নকিষপে করে সটেি সুস্পষ্ট ঈমান তথা খাঁটি ঈমান। তনি সটোকে খাঁটি ঈমান বলে উল্লেখ করছেন। কোননা এ ব্যক্তির অন্তরে সন্দহেরে উদ্রকে হওয়ায় সে এই সন্দহেরে কারণে স্বস্তি পাচ্ছে না। এর দকি ভ্রুক্ষপে করছে না। এতে কষ্ট পাচ্ছে এবং এই সন্দহেরে সে চাচ্ছে না। শয়তান ঐ সকল অন্তরগুলোতে আসে যগুলো ঈমানে ভরপুর যাত করে সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারে। শয়তান বশি্বাস বর্জতি অন্তরগুলোতে আসে না। কোননা সেগুলো বশি্বাস বর্জতি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) কথিবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলা হয়েছিলি: “ইহুদীরা বলে আমাদেরে নামাযে আমাদেরে ওয়াসওয়াসার উদ্রকে হয় না। তনি বলেন: হ্যাঁ। শয়তান এমন অন্তরে কি করবে যটেি ধ্বংসপ্রাপ্ত!!”

সহেি নারীর জন্য আমার উপদশে হচ্ছে- তনি এ সবকছি থেকে মুখ ফরিয়ে নবিনে। তনি শুরুতে কষ্ট পাবনে। শীঘ্রই তনি দেখেনে যবে, তনি পবত্রিতা ছাড়া কথিবা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামায পড়ছেন কথিবা এ জাতীয় অন্য কছি। কনিতু তনি অচরিহে এতে স্বস্তি পাবনে। তার সন্দহে ও ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

এমন অনকে মানুষ এ ধরণে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলি এবং তাদরেকে এই ওয়াসওয়াসাকে প্রতহিত করার ব্যাপারে পরামর্শ দয়ো হয়েছিলি। আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাদরেকে সুস্থ করছেন।

আমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতার প্রার্থনা করছি।